ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

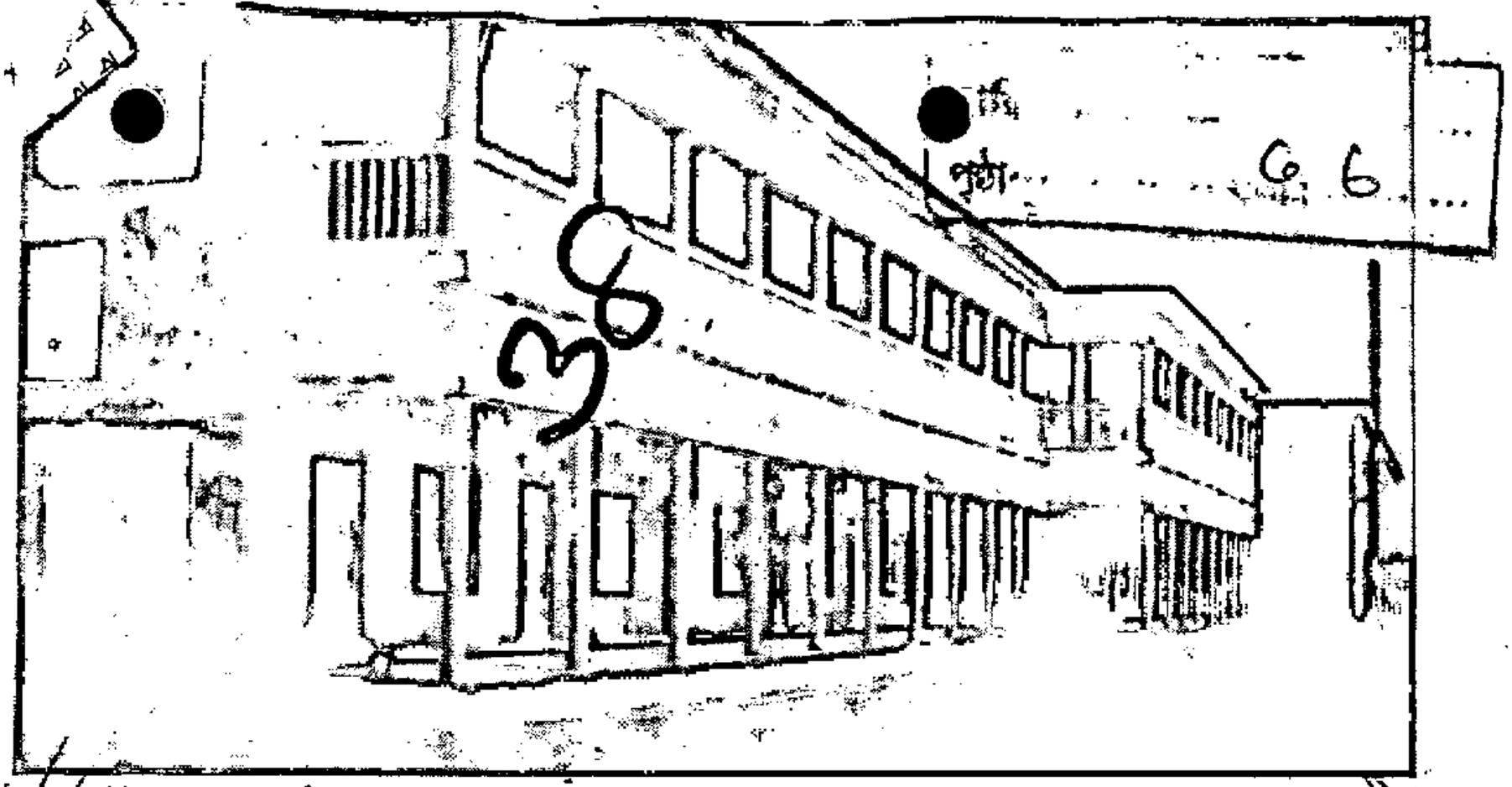

মেহেরপুর সরকারী কলেজ

সমস্যায় জর্জরিত মেহেরপুর সরকারী কলেজ

।। মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন ।।

মেজেরপুর ঃ বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী 'মুজিবনগরকন্দ্রিক জেলা শহর মেহেরপুরের একমাত্র সরকারী কলেজটি হাজারো সমস্যার অসহ জ্বালা নিয়ে কোন রকম অব্যাহত রেখেছে তার খুঁটিয়ে চলার পদযাত্রা।

শহরের পূর্বপ্রান্তে কোলাহলমুক্ত, নিরিবিলি ও সুন্দর এক পরিবেশে ২৫ একর জমির উপর আজ থেকে সিকি শতাব্দী পূর্বে ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই কলেজটি। বর্তমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হয়ে বহিরাদেশে চাকরিরত ও মেহেরপুরের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক জনাব নুরুন্নবী চৌধুরী সিএসপি সাহেবের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় স্থাপিত এই কলেজটি জাতীয়করণ করা হয় ১৯৭৯ সালে।

শিক্ষাক ও স্টাফ সমস্যা

প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক ও স্টাফের অভাবে মেহেরপুর সরকারী কলেজের প্রায় প্রতিটি বিভাগের ছাত্র–ছাত্রীর লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। ৪৩ জন শিক্ষকের মধ্যে বর্তমানে মাত্র এক কুড়ি দুইজন শিক্ষক জ্ঞান আহরণে আগত কয়েক হাজার ছাত্র–ছাত্রীর মাঝে জ্ঞান বিতরণের কাজে কর্মরত আছেন। আদৌ নিয়োগ না দেয়া অথবা বদলীজনিত কারণে উপধ্যক্ষসহ এক কুড়ি একজন শিক্ষক, একজন গ্রন্থাগরিক এবং প্রায় এক ডজন পিয়নের পদ শূন্য হয়ে পড়ে আছে সেই কবে থেকে। বর্তমানে ৯ জন পিয়ন দীর্ঘদিন ধরে মাস্টার রোলের ভিত্তিতে কর্মরত আছেন। শিক্ষকের অভাবে মাঝে মধ্যেই বাংলা, ইংরাজী, অর্থনীতি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, হিসেব বিজ্ঞান এবং দু'একটি অংকের ক্লাস অনুষ্ঠিত হতে পারে না। ঘটনাটি নিত্যদিনের বলাই যুক্তিসংগত।

দীর্ঘদিন পর অধ্যক্ষ আসলেও উপধ্যক্ষ পদ শূন্য হয়ে আছে বদলীজনিত কারণে। কলেজটি জাতীয় করণের পর থেকে এ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় ধরে ৬ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৩ জন সহকারী অধ্যাপক,৯ জন প্রভাষক, ১ জন গ্রন্থাগরিক এবং ২ জন প্রদর্শকের পদ শুন্য হয়ে আছে।

ওয়াস্ট বাস্কেটে সঞ্চয়?

শিক্ষক সমস্যাসহ আনুষঙ্গিক সমস্যাবলীর ব্যাপারে জাতীয়করণের পর থেকে এ পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দরবারে পাঠিয়েছেন বহু আবেদনপত্র। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ঐ সকল আবেদন নিবেদন কোন কার্যকর ফল বয়ে আনতে পারেনি। এই অবস্থা জেনে বেরসিক অভিজ্ঞ মহল বলেছেন, কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রেরিত ঐ সকল আবেদনপত্রগুলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হয়তবা তাদের 'ওয়াস্ট বাস্কেটে' সঞ্চয় করেরাখছেন।

শ্রেণীকক্ষ সমস্যা

কলেজের বর্তমান [illegible] মিক বিল্ডিং [illegible]
[illegible]
অনুষ্ঠানের জন্য আছে মাত্র ১১টি কক্ষ, কক্ষগুলোর আয়তনও স্বল্পদৈর্ঘের। ক্লাসরুম নির্মাণ কাজের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা আসছে বলে অফিস সূত্র জানায়।

আবাসিক সমস্যা

মাত্র ১৩ কক্ষবিশিষ্ট মেহেরপুর সরকারী কলেজের হোস্টেলে পর্যাপ্ত সীটের অভাবে তথা আবাসিক সমস্যার কারণে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে বড্ড দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। শতকরা ৭৫ ভাগ ছাত্র/ছাত্রী আসে সুদূর পল্লী থেকে পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেল যোগে। যার ফলে নিয়মিত সঠিক সময়ে ক্লাসে উপস্থিত হওয়া একান্ত কষ্টকর। বিশেষ করে শীতের হাড় কাঁপানো হিমেল হাওয়া আর বর্ষার অবিশ্রান্ত বাদল ঝরা দিনের দুই বিপরীতমুখী ঋতু তাদেরকে বেশী কষ্ট দেয়।

আবাসিক সমস্যার আর একটি চিহ্ন হচ্ছে কলেজে উপধক্ষের জন্য আলাদা কোন কোয়ার্টার নেই। শিক্ষকদের কোয়ার্টারও নেই বললেই চলে। আছে মাত্র কটা ঘর। অধিকাংশ শিক্ষককেই অবস্থান করতে হয় কলেজ থেকে ১০/১২ ফার্লং দূরে আবাসিক এলাকার ভাড়া দেয়া ঘরে।

প্রশাসনিক সমস্যা

কলেজের একটি ছোট্ট শ্রেণীকক্ষকে অধ্যক্ষ সাহেবের অফিস কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যার এক পাশে আছে মেয়েলী গল্পের মিষ্টি সুর সঞ্চার আর অন্য পাশে আছে সাধারণ অফিস কক্ষ যেখানে প্রায় সব সময়ই লেগে থাকে ছাত্রদের গাদাগাদি ও ঠাঁসাঠাঁসির ভিড়। সেই সংগে থাকে তাদের পুরুষালী কন্ঠের সশব্দ হৈ–চৈ। ফলে কোলাহলমুক্ত পারিপার্শ্বিকতায় একটি গতিশীল প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অনুকূল গুরুগম্ভীর পরিবেশ এখানে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত এবং বিবিধ কারণ ছাড়াও সুষ্ঠু প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার নিমিত্তে পৃথক প্রশাসনিক ভবন আশু প্রয়োজন।

বিজ্ঞান বিভাগের সমস্যা

প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিভাগীয় যন্ত্রপাতি এবং দ্রব্যসামগ্রীর অভাবে প্রায়ই ব্যবহারিক ক্লাস দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। ব্যবহারিক কক্ষগুলোতে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। সাপ্লাইয়ের পানি ব্যবহারের ব্যবস্থা আজও কলেজে গৃহীত হয়নি। ফলে ব্যবহারিক ক্লাসসমূহে সরবারহ করা হয়।

উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র–ছাত্রীদের বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। আরও একটি কারণে তা হল কলেজে অবস্থিত ছোট বোটানিকাল গার্ডেনটি ছাত্র/ছা[illegible]র ব্যবহারিক ক্লাসের চাহিদা মেটাতে পারে না

পাঠাগারের সমস্যা

মেহেরপুর সরকারী কলেজ লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বইসহ অন্যান্য বইয়ের পরিমাণ [illegible] অপ্রতুল। এই লাইব্রেরীর [illegible]

অন্যান্য সমস্যা

কলেজ ক্যাম্পাসের চতুর্দিকে কোন বাউন্ডারী ওয়াল নেই। ফলে 'খাজা বাবাদের' অবারিত দ্বারের মত সকলের জন্য খোলা এই ক্যাম্পাস বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে যখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তখন সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। শহরের রাখাল বালকরা 'বাউন্ডারী ওয়াল' না থাকায় গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি চরানোর এই সুযোগ অব্যাহত থাকায় নিশ্চয় কর্তৃপক্ষের ভূয়সী প্রশংসা না করে পারে না।

কলেজে কোন ল্যাট্রিন বা টয়লেট নেই বলে প্রকৃতির আকস্মিক ডাকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে শিক্ষার্থীরা সাড়া দিতে পারে না।

একটি অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠার জন্য কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের দীর্ঘ দিনের দাবী আজো দাবী হয়ে আছে।

কলেজের প্রয়োজনীয়সংখ্যক আসবাবপত্র অভাব ছাত্র–শিক্ষক উভয়ের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

কলেজে ছাত্র সংসদ ও ক্রীড়া বিভাগের জন্য আলাদা কোন কক্ষ নেই।

মালিক কে?

মেহেরপুর সরকারী কলেজ কাগজে–কলমে ৩৩ একর কৃষি জমির মালিক যা এখান থেকে ৪ মাইল দূরে শালিকা গ্রামে অবস্থিত। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে পাওনা ১ লাখ ১২ হাজার টাকার মধ্যে গত বছর মাত্র ৩৭ হাজার টাকার রাজস্ব কর সরকারের রাজস্ব বিভাগের নিকট পরিশোধ করেছেন শালিকা ও তার আশেপাশের লোকজন উক্ত জমিগুলো ভোগ দখল করে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। কলেজ কর্তৃপক্ষ উক্ত জমিগুলো থেকে নাকি একটি কপর্দকও পান না। শুধু তাই নয়, উক্ত জমির উপর কলেজের কোন নিয়ন্ত্রণও নেই। এই সমস্ত কারণে এটা বুঝা বড় কঠিন যে ঐ 'শত' বিঘা জমির প্রকৃত মালিক কে। কলেজ কর্তৃপক্ষ না ভোগ দখলকারী গ্রামবাসী?

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দুর্ভোগ না শাস্তি

বহিরাগত কতিপয় ছাত্রের কারণে আজ ৪ বছর কোন ডিগ্রী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি। ফলে বেকার সংখ্যা দিনেক দিন বৃদ্ধি পেতে চলছে, যার দরুণ ওষুধ করার জন্যও মেহেরপুর জেলায় একটি ডিগ্রী পাস ছাত্র বা ছাত্রী পাওয়া যায় না। এটা দুর্ভোগ না শাস্তি বুঝা যাচ্ছে না। এটা এখনও অনিশ্চিত যে মেহেরপুর সরকারী কলেজ আগামী ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে কি–না? ফলে লেখাপড়াটাই যেন মেহেরপুর জেলার ছাত্র– ছাত্রীদের 'অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পথ' ধারণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এহেন সমস্যা থেকে মেহেরপুরকে রক্ষা করার জন্য মেহেরপুরের সকল ছাত্র, জনতা বুদ্ধিজীবী মহল ও সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে [illegible]বেদন নিবেদন জানিয়েছেন যে, [illegible]ী সরকারী কলেজে পুনরায় [illegible] ফিরিয়ে [illegible] [illegible]